ব্রি ধান৩৮

বাসমতির ঘ্রান চান?
ব্রি ধান৩৮ লাগান

ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধান নর

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৩৮ আমন মৌসুমের জন্য একটি রপ্তানিযোগ্য সুগন্ধি ধানের জাত। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৯৮ সালে এ জাত উদ্ভাবন করে। ব্রি ধান৩৮-এর গাছ বাসমতির চেয়ে অনেক মজবুত।

ব্রি ধান৩৮

জাতের বৈশিষ্ট্য

- এর উচ্চতা ১২৫ সেন্টিমিটার।
- গাছ সহজে হেলে পড়ে না।
- চাল লম্বা ও চিকন এবং ঘ্রাণ বাসমতির মতো।
- ভাত ও পোলাও দুটোই খুব সুন্দর।
- ধানের অগ্রভাগে লম্বা শুঙ আছে।

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশ এখন চাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দ্বারপ্রান্তে। এখন ধান চাষাবাদ রপ্তানিমুখী হওয়া আবশ্যক। ব্রি ধান৩৮-এর মত লম্বা ও চিকন সুগন্ধি জাতের চাউল রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। তাছাড়া জাতটি আলোক সংবেদনশীল বিধায় নাবী রোপণযোগ্য। বাজার মূল্য বেশী হওয়ায় কৃষক ব্রি ধান৩৮ আবাদ করে লাভবান হতে পারেন।

জীবনকাল

এর জীবনকাল ১৪০ দিন।

ফলন

ফলন হেক্টর প্রতি ৩.৫ টন।

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. **বীজতলায় বীজ বপন :** ১০-১৫ শ্রাবণ (২৫-৩০ জুলাই)।

২. **চারার বয়স :** ২৫-৩০ দিন।

৩. **রোপণ দূরত্ব :** ২০ X ১৫ সেন্টিমিটার।

৪. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা) :**

৪.১

ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	জিঙ্ক
২০	১৩	৯.৫	৮	১.৫

৪.২ ইউরিয়া সার সমান ৩ কিস্তিতে জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে, রোপণের ২০-২৫ এবং ৫০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, সুগন্ধিযুক্ত ধানে ইউরিয়া সারের প্রয়োজন তুলনামূলকভাবে কম। তবে এলসিসি ভিত্তিক ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা উত্তম।

৫. **আগাছা দমন :** রোপণের পর অন্তত ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৬. **সেচ ব্যবস্থাপনা :** চাল শক্ত হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে সম্পূরক সেচ দিতে হবে।

৭. **রোগবালাই ব্যবস্থাপনা :** ব্রি ধান৩৮ পাতাপোড়া রোগে মধ্যম প্রতিরোধশীল। বালাই দমনে অনুমোদিত ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হবে।

৮. **ফসল কাটা :** ১০-১৫ অগ্রহায়ণ (২৫-৩০ নভেম্বর)।

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষনা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd

অধিবেশন ২ঃ মডিউল ২
ফ্যাক্ট শীট ৪২